POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوۃِ ؕ
وَاِنَّہَا لَکَبِیۡرَۃٌ اِلَّا
عَلَی الۡخٰشِعِیۡنَ

‘হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন।

(আল-বাকারা: ৪৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 19

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 8 May, 2025 9 যুল কাআদা-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ নির্যাতিত হয়ে থাকেন, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এটাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি। তাঁদের উপর একের পর এক বিপদ আসে, এজন্য নয় যে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন, বরং এজন্য যে তারা যেন ঐশী সাহায্যকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ নির্যাতিত হয়ে থাকেন, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এটাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি। তাঁদের উপর একের পর এক বিপদ আসে, এজন্য নয় যে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন, বরং এজন্য যে তারা যেন ঐশী সাহায্যকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) মক্কায় তাঁর জীবনের যেদিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন তা মদিনায় থাকা সময়ের থেকে অনেক বেশি। যেমন তিনি মক্কায় তেরো বছর অতিবাহিত করেছেন আর মদিনায় দশ বছর অতিবাহিতকরেছেন। যেমনটি আযাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেখ নবী ও মামুর মিনাল্লাহ্‌-র সঙ্গে এমনটাই হয়ে থাকে, প্রাথমিক যুগে দুঃখ-কষ্ট তাদের সঙ্গী হয়। প্রতারক, ঠগ, ব্যবসায়ী আরও কত কি নামে তাদের ডাকা হয়। এমন কোনও মন্দ নাম নেই যা তাদের জন্য রাখা হয় না। নবী ও মামুর প্রত্যেকটি কথা এবং প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট সহন করে থাকেন, কিন্তু যখন তা চরমে পৌঁছয়, তখন মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির জন্য অপর শক্তি প্রকট হয়। অনুরূপভাবে রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং সকল ধরণের মন্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অবশেষে তাঁর মনোযোগ প্রবল হয়ে ওঠে এবং চরমে পৌঁছে যায়। যেমনটি ,,,,, আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যার উপসংহার এই দাঁড়ায়-

সকল দুষ্কৃতকারীদের অশুভ পরিকল্পনা ধ্বংস হয়েছে।বিরুদ্ধবাদীদের দুষ্কর্মের চরম সীমায় এই মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে, কেননা যদি শুরুতেই এমনটি হয় তবে ধ্বংস হয়ে যেত। মক্কার জীবনে এক ও অদ্বিতীয় খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে আহাজারি এমন চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী তা দেখলে শিহরিত হয়ে উঠত। কিন্তু মদিনায় অতিবাহিত হওয়া তাঁর জীবনের দিনগুলি লক্ষ্য করুন, তার মধ্যে কিরূপ প্রতাপ ও পরাক্রম ছিল! যারা দৃষ্কর্ম, আঁ হযরত (সা.) কে হত্যা করা এবং তাঁকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকত, তারা সকলে ধ্বংস হয়েছে আর অন্যরা তাঁর সম্মুখে বিনম্র ও কাতর আবেদন নিয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৩)

খোদা তা'লা ইসলামের জন্য এমন নাম নির্বাচন করেছেন যার মধ্যে বিরাট প্রজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে।যেমন ইসলাম শব্দটি আরবীর যে ধাতু থেকে উদ্ভূত, তার বর্ণগুলি যখনই একত্রিত হয়, সেখানে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: খোদা তা'লা ইসলামের জন্য এমন নাম নির্বাচন করেছেন যার মধ্যে বিরাট প্রজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে।যেমন ইসলাম শব্দটি আরবীর যে ধাতু থেকে উদ্ভূত, তার বর্ণগুলি যখনই একত্রিত হয়, সেখানে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর এই বর্ণগুলি যেমনভাবেই ক্রম পরিবর্তন করুক, সবক্ষেত্রেই সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অর্থ যথারীতি পাওয়া যাবে। যেমন ইসলামের অর্থ আনুগত্য ও সমর্পণ আর এই অর্থের মধ্যে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অনিবার্যভাবে পাওয়া যায়। কেননা যখন কোন ব্যক্তি কোনও শক্তিশালী ব্যক্তির প্রতি নিজের আনুগত্য প্রদর্শন করে,তার প্রতি সমর্পিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে সেই সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায় যা সেই শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে আসতে পারে। আর সেই ব্যক্তিরই প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া যে আনুগত্যশীল ও নিবেদিত হয়ে থাকে। যেমন যারা বিদ্রোহী হয় তারা সরকারের নিরাপত্তায় থাকে না,বরং অতীতে এমন ব্যক্তিদের আউট অফ ল' বলা হত, আর তাদেরকে কেউ যদি হত্যাও করত, তবু সরকার সেই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করত না। অতঃপর রয়েছে 'সালমুন', যার অর্থাৎ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া। অনুরূপভাবে 'সালামাল জিলদ'-এর অর্থ 'সালাম' থেকে চামড়া ট্যান করা। আর ট্যান করা হয় চামড়া পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে। অতএব, এখানেও রক্ষা করার অর্থটি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে 'সালামাহু'-র অর্থ হল তার সঙ্গে চুক্তি করল আর চুক্তি করার ক্ষেত্রেও সুরক্ষা ও নিরাপত্তা অভিপ্সীত থাকে। অনুরূপভাবে 'তাসাল্লামাশ শাই' অর্থাৎ অমুক বস্তুকে সে আঁকড়ে ধরেছে এবং করায়াত্ত করেছে। আর যখনই কোনও বস্তু দখল করা হয়, তখন সেটাও কারো নিরাপত্তায় থাকে। এরপর রয়েছে 'ইসতালামায যারউ' একটি প্রবাদ, যার অর্থ ক্ষেত বপন করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষেত্রে শস্য বপন করা হয়েছে।এখানেও সুরক্ষা ও নিশ্চয়তার অর্থ পাওয়া যায়। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষেতে বীজ বপিত হয়, ততক্ষণ কৃষক সে বিষয়ে আশ্বস্ত হয় না আর বীজ বপনের পর সে অনেকটা সুরক্ষিত মনে করে। এছাড়া 'সালামুন' খোদা তা'লার নাম যা সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এরপর 'ইশতেকাক' ক্রমে,,,,,,,,,, সালমুন শব্দটি হবে 'সামাল' যার অর্থ চুক্তি সম্পাদনকারী এবং জলাধার থেকে দূষিত পানি বের করে তা পরিস্কার করা। 'লামস' এর অর্থ স্পর্শ করা। এর মধ্যেও সুরক্ষার অর্থ পাওয়া যায়। কেননা যে সকল বিষয়কে মানুষ রক্ষা করে সেগুলি নিজের অনুভূতি ও বুদ্ধি দ্বারা, যার মধ্যে একটির নাম স্পর্শেন্দ্রীয়। এরপর রযেছে 'মাসালাল মাও'-এর অর্থ পানি প্রবাহিত হতে শুরু করা। পানি প্রবাহিত হয়ে ক্ষেতে পৌঁছলে ক্ষেতকে সুরক্ষিত করে এবং ক্ষেতকে শুষ্ক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। (শেষাংশ পরের সংখ্যায়...)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, সমস্ত স্তরের পরিপূর্ণতা যা নবীকুলের মাঝে ছিল তা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তায় একীভূত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত গুণাবফল ও পরাকাষ্ঠা যা বিভিন্ন কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল তা কুরআন শরীফে গ্রথিত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি যে পরিমাণ যোগ্যতা (পূর্ববর্তী) সমস্ত উম্মতগুলোতে ছিল তা এ উম্মতে একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং খোদা তা'লা চেয়েছেন যেন আমরা সেই সমস্ত পরাকাষ্ঠা লাভ করি।

আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে ২৩ মার্চের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ আহমদীয়া জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ আরম্ভের মাধ্যমে জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ছিলেন সেই সত্তা যিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে দণ্ডায়মান হন এবং ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য একজন 'জারীউল্লাহ্' [তথা 'আল্লাহ্র বীর'] হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামের এই সেবার কারণে কিছু লোক তাঁকে এটাও বলেছিল যে, আপনি আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পান নি, তাই তিনি সে সময় বয়আত নেন নি।

ঐশী নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি ছিল চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শন, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, এটি আমার মাহদীর আগমনের বিশেষ নিদর্শন, যা রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ঘটবে।

সুতরাং আমাদের জন্য তো আল্লাহ্ তা'লা সামান্য কুরবানীর সুযোগ দিয়েছেন। এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়া উচিত। এর জন্য নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় কুরবানী করার যে অঙ্গীকার করেছি সেটাকে পূর্ণ করতে হবে। বয়আত করার অঙ্গীকারে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছি; কেননা তিনি মহানবী (সা.) এর প্রতিনিধি। সেজন্য এর বহিঃপ্রকাশ করা ও আমল করা উচিত।

এটি নিশ্চিত বিষয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে। প্রসার লাভ করারই ছিল এবং প্রসার লাভ করবে, কেননা তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, যা সর্বশেষ ধর্ম।

এরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে ধ্বংস করতে যতই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুক কিন্তু তারা যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, তা জামা'তের প্রচারের কারণ হচ্ছে।

যদি ইসলামের বিরোধিতা না হতো তাহলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কোনো প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আজ আমরা দেখছি যখন তিনি (আ.) অর্থাৎ ১৩৬ বছর পূর্বে দাবি করেছিলেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই অবস্থা (অর্থাৎ বিরোধিতা) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"আমার প্রতি ও আমার জামা'তের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে খাতামুন্নাবীঈন মানি না এটি একটি ডাহা মিথ্যারোপ। আমরা যে দৃঢ়তা, বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির সাথে মহানবী (সা.)-কে খাতামুন্নাবীঈন মানি এবং বিশ্বাস করি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের এই যোগ্যতাই নাই যে, তারা এর গূঢ়তত্ত্ব এবং রহস্য যা খাতামুল আম্বিয়া এবং খতমে নবুয়্যতের মাঝে রয়েছে তা অনুধাবন করবে।

আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানে যা আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন মহানবী (সা.)-কে খাতামুন্নাবীঈন বিশ্বাস করি এবং খোদা তা'লা আমাদের নিকট খতমে নবুয়্যতের তত্ত্বকে এরূপভাবে উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, এ তত্ত্বজ্ঞানের সুধা থেকে যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে তাতে এক বিশেষ স্বাদ লাভ করি যা কেউ অনুমানও করতে পারে না, তারা ব্যতিরেকে যারা এ ঝরনা থেকে পরিতৃপ্ত হয়। "

রমযানের দিনগুলোতে দোয়ার মাধ্যমে, নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে আর পবিত্র কুরআন শেখার মাধ্যমে এবং বাস্তবে বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে হবে যাতে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এই পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করতে পারি এবং বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করাতে পারি।

মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বাণীর আলোকে প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের বর্ণনা

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ শে মার্চ, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২১ আমান, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আগামী পরশু হলো ২৩ মার্চ। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে ২৩ মার্চের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ আহমদীয়া জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ আরম্ভের মাধ্যমে জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব ঠিক

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ছিল। সে সময় ইসলামের নৌকা বড়ই দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। যদিও এখনও ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা অবর্ণনীয়, বরং রাজনৈতিক ও পার্থিব দিক থেকেও খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। যদিও অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সম্পদে পরিপূর্ণ, তাদের কাছে তেলের সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যাইহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বয়আত নিয়েছিলেন, তখন ইসলামের যে অবস্থা ছিল তা দেখে তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতো। তাঁর হৃদয়ে গভীর বেদনা ছিল। অন্য ধর্মগুলোর পক্ষ থেকেইসলামের ওপর অবিরাম আক্রমণ হচ্ছিল, বিশেষত খ্রি ষ্টধর্মের পক্ষ থেকে, কিন্তু এর কোনো জবাব দেওয়ার লোক ছিল না। মুসলিম আলেমরাও সে সময় ভীত থাকতেন, এমনকি অবস্থা এমন হয়েছিল যে, বহু মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় খ্রিষ্টধর্মের কোলে আশ্রয় নিচ্ছিল। মুসলমানদের যখন এই অবস্থা ছিল এবং ইসলামের ওপর এভাবে আক্রমণ হচ্ছিল, তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ছিলেন সেই সত্তা যিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে দণ্ডায়মান হন এবং ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য একজন 'জারীউল্লাহ্' [তথা 'আল্লাহ্‌র বীর'] হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করেন।

তিনি (আ.) সকল ধর্ম , যা সে সময় ভারতে বিদ্যমান ছিল- আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, খ্রিষ্টধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম বা নাস্তিক লোক যারাই তখন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লেখা ও বক্তৃ তার মাধ্যমে ভয়ানক আক্রমণ চালাচ্ছিল, তাদের জবাবে তিনি (আ.) বয়আত নেওয়ার পূর্বেই সেই বেদনার কারণে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, বরং বেশ কিছু পুস্তক লিখেছিলেন যা 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামে পরিচিত এবং বেশ বিখ্যাত। প্রারম্ভে এর চারটি খণ্ড ছিল এবং এই যে চারটি খণ্ড তিনি লিখেছিলেন, তাতে তিনি শত্রুদের ও ইসলাম বিরোধীদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত এই পুস্তকগুলির প্রথম অংশ ১৮৮০ সালে, এরপর ১৮৮২ সালে এবং তারপর ১৮৮৪ সালে লেখা হয়েছিল। আর এতে তিনি কুরআন করীমের ঐশ্বরিক বাণী হওয়া ও অতুলনীয় গ্রন্থ হওয়া এবং মহানবী (সা.)-এর সত্য ও চূড়ান্ত নবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছিলেন। আর একইসাথে তিনি এটিও বলেছিলেন যে, যে-সব প্রমাণ আমি উপস্থাপন ক রছি, যেব্যক্তি সেসব প্রমাণের খণ্ডন করতে চায়, তার জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ। এমনকি তিনি এতটা পর্যন্ত বলেছিলেন যে, সেগুলোর তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশেরও যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, যেসব প্রমাণ আমি উপস্থাপন করেছি সেগুলো খণ্ডন করার জন্য, তাহলে আমি দশ হাজার রুপি পুরস্কার দিব।(সূত্র: বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড,পৃ:২৪-২৮)

যা সে সময়ে একটি বিশাল অঙ্ক ছিল।

যাইহোক, যখন তিনি এই ঘোষণা করেন এবং এভাবে উক্ত পুস্তকগুলো প্রকাশ করেন, তখন মুসলমানরা কিছুটা সাহস পায় যে, হ্যাঁ, ইসলাম একটি শক্তিশালী ধর্ম এবং চূড়ান্ত ধর্ম, আর আমাদের চিন্তিত হওয়ার বা লোকদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আর সে সময় লোকেরা, এমনকি সে সময়ের আলেমরাও তাঁর খুব প্রশংসা করেছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামের এই সেবার কারণে কিছু লোক তাঁ কে এটাও বলেছিল যে, আপনি আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পান নি, তাই তিনি সে সময় বয়আত নেন নি। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ যখন আসে, তখন তিনি বয়আত গ্রহণ করেন আর এভাবে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সূচনা হয়। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ-ও বলেছিলেন যে, এটাও ঘোষণা করে দাও যে, 'তুমিই মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী'। যাইহোক, এর পূর্বে, অর্থাৎ বয়আতের পূর্বে তিনি ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে তবলীগ নামে একটি ঘোষণা প্রকাশ করেছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন, আমি এখানে আরেকটি বার্তাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সাধারণভাবে এবং আমার মুসলিম ভাইদের প্রতি বিশেষভাবে পৌঁছাচ্ছি যে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা সত্যান্বেষী, তারা সত্য, ঈমান ও সত্য ঈমানী পবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসার রহস্য শিখতে এবং অপবিত্রতা, অলসতা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ জীবন ত্যাগ করতে আমার কাছে যেন বয়আত করে। সুতরাং যারা নিজেদের মধ্যে কিছুটা হলেও এই শক্তি রাখে, তাদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন আমার কাছে আসে, কারণ আমি তাদের সমব্যাথী হব এবং তাদের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করব। আর আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া ও আমার অভিনিবেশের মাধ্যমে তাদের জন্য বরকত দেবেন, তবে শর্ত হলো তারা যাতে ঐশ্বরিক শর্তাবলি মেনে চলার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুত থাকে। এটি ঐশ্বরিক নির্দেশ যা আজ আমি পৌঁছে দিয়েছি। এ বিষয়ে আরবী এলহাম হলো,

اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
اَلَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ- يَدُاللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ-"

(সবুজ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড,পৃ:৪৭০)

অর্থাৎ, তুমি যখন এই সেবার জন্য সংকল্প করেছ, তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো এবং আমাদের চোখের সামনে ও আমাদের ওহী অনুসারে এই নৌকা তৈরি করো। যারা তোমার কাছে বয়আত করবে, তারা তোমার কাছে নয় বরং আল্লাহ্‌র কাছে বয়আত করবে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর থাকবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনও দেখিয়েছেন, পার্থিব এবং ঐশী উভয়ই, যার মাঝে ঐশী নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি ছিল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ঐশী নিদর্শন, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, এটি আমার মাহদীর আগমনের বিশেষ নিদর্শন, যা রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ঘটবে।

(সুনান আদ দার কুতনী, কিতাবুল ঈদাঈন, হাদীস-১৭৯৫)

এবং যা ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে ঘটেছিল। আর অনেক নেক প্রকৃতির লোক এই নিদর্শন দেখে তাঁকে গ্রহণ করেছিল।

প্রসঙ্গত, এখানে এটাও উল্লেখ করছি যে, এই রমজানেও চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আর সূর্য গ্রহণ ঘটবে এবং একই তারিখে ঘটবে, আর ভবিষ্যতেও হতে পারে যে, এটি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু যে চন্দ্র -সূর্য গ্রহণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ঘটেছিল এবং তাঁর দাবির পরে ঘটেছিল, তার নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে একটি ফুরকান ও নিদর্শন চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়েছিলেন।

কিছু আহমদীও সাম্প্রতিককালে যেসব চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ ঘটছে, তাকে নিদর্শন বলছেন, এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। যাইহোক, যদি নিদর্শন মনে করতে হয়, তবে এটি সেই একই ধারাবাহিকতা যা এখনও চলমান রয়েছে, যার দাবি এক শত পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। কিন্তু এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, তাঁর (আ.) সময়ের গ্রহণ পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে ঘটেছিল, আর এই বছর ঘটতে যাওয়া গ্রহণ মূলত পশ্চিম গোলার্ধে ঘটছে। তাই আমরা এই সময়ের গ্রহণকে সে সময়ের গ্রহণের সমান গুরুত্ব অবশ্যই দিতে পারি না, এবং এটি ঘটছেও ছোট আকারে, অর্থাৎ সূর্যের পঁচিশ-ত্রিশ শতাংশ আচ্ছাদিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ে পঁচাত্তর থেকে একশ শতাংশ পর্যন্ত এই গ্রহণ ঘটেছিল। বরং যখন এটি শুরু হয়েছিল, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যখন দেখানো হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমরা তো দেখে নিয়েছি, কিন্তু বিরোধীরা এটা দেখে কোনো প্রভাব নেবে না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে তা বাড়তে শুরু করে এবং সূর্যগ্রহণ ঘটে। যাইহোক, প্রসঙ্গত আমি এটা উল্লেখ করে দিলাম।

তিনি (আ.) ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি 'তকমিলে তবলীগ' নামে বয়আতের দশটি শর্ত সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। যেমনটি আমরা জানি, আহমদীয়া জামা'তের বয়আতের দশটি শর্ত রয়েছে। একজন আহমদী হতে হলে এগুলো পালন করা এবং মনেপ্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। যাতে তিনি (আ.) এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, আমৃত্যু শিরক থেকে বিরত থাকবো। বয়আত-গ্রহণকারীকে একথা বলেছেন, তিনি যেন এই প্রতিজ্ঞা করেন- মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করবো। মানব প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন- এর কাছে পরাভূত হব না।(উত্তেজনা যতই হোক না কেন)। এরপর তিনি এটিও বলেছেন, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করবো। আর আল্লাহ্ ও মহানবীর আদেশ অনুযায়ী তা সাধ্যমতো সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করব। তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করব। পাপাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। এস্তেগফার করব। প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবতী হয়ে মানবজাতিকে কথায় বা কাজে অন্যায় কোনো কষ্ট দিবো না।আর সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi
Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখব এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকবো। এছাড়া পবিত্র কুরআনের অনুশাসন শিরোধার্য করব (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবো) আর সেগুলো অনুসন্ধান করে তা মেনে চলব। আর যে-সব বিষয় আল্লাহ্ বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকব। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চলাই আমার কর্মপন্থা হবে। এরপর রয়েছে- নম্রতা, বিনয়, অনাড়ম্বরতা এবং সহিষ্ণুতা পন্থা অবলম্বন করবো আর অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে বিরত থাকব। অধিকন্তু ধর্মের সম্মান ও সহানুভূতিকে নিজের প্রাণ ও সম্পদ থেকেও অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করব। নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানবজাতির সর্বদা উপকার সাধনের চেষ্টা করবো। এছাড়া মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখবো। আর তাঁর সকল মা'রূফ (তথা ন্যায়সংত) কথা মেনে চলবো। (অর্থাৎ, তিনি শরীয়ত সম্মত যে আদেশই দিবেন; যদিও তিনি শরীয়ত বহির্ভূত কোনো আদেশ দিতেই পারেন না,) সেগুলো সর্বদা মেনে চলবো। কেননা, তিনি তো এসেছেনই মহানবী (সা.)-এর ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবো, জাগতিক কোনো সম্পর্কের মাঝে যার জুড়ি মেলা ভার।

(সূত্র: ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন,৩য় খণ্ড,পৃ:৫৬৩-৫৬৪)

অতএব, এগুলো হলো বয়আতের শর্তাবলির সারমর্ম, যা আমি এখন বর্ণনা করলাম। আর এই শর্তে অনেক নিষ্ঠাবান মানুষ বয়আত করেছেন আর আজ পর্যন্ত আমরা এসব শর্তেই বয়আত করছি। আমি যা এখন বর্ণনা করেছি, আমাদের ভেবে দেখা উচিত, আমরা এসব বিষয় পালন করছি কী?

এটি স্মারক (বাণী)। এ কারণেই আল্লাহর কৃপায় আহমদীয়া জামা'তে নিষ্ঠাবানদের একটি বিশাল সংখ্যা রয়েছে যারা এর ওপরে আমলও করেন এবং সর্বদা প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান ত্যাগের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে। আর তারা এ বিষয়ে সদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন যে, আমরা ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠা করবো, ইসলামের বাণী পৃথিবীময় পোঁছানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করবো আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বলেছেন, সেভাবেই আমরা ইসলামের তবলীগের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবো। এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসাও পরম মার্গে উপনীত করবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার যে অবস্থা ছিল তার চিত্র তাঁর একটি উদ্ধৃতিতে এভাবে পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, "আমি সব সময় বড়ো আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.), তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম, তিনি কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর সুউচ্চ মাকামের সীমা কল্পনা করা যায় না, তাঁর পবিত্র প্রভাব অনুমান করা মানবের সাধ্যের বাইরে। বড়োই পরিতাপের বিষয়, যেভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করা উচিত সেভাবে তাঁর মর্যাদাকে মূল্যায়ন করা হয় নি। আল্লাহ্র একত্ববাদের বিশ্বাস- পৃথিবীতে যার বিলুপ্তি ঘটেছিল, তিনিই সেই অনন্য বীর যিনি তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে পরম ভালোবাসা গড়ে তোলেন আর সৃষ্টির সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত হয়। তাই যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন সেই খোদা তা'লা তাঁকে সকল নবী আর পূর্বাপর সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন আর তাঁর সব আশাআকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেন। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর আশিস অস্বীকার করে কোনো আশিস লাভের দাবি করে সে মানুষ নয়, বরং শয়তানের বংশধর {অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর আশিস ব্যতীত অন্য কোনো পুণ্যের দাবি করে।) কেননা, সকল কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।'

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১১৮-১১৯)

আর এভাবে তিনি অসংখ্য স্থানে মহানবী (সা.)-এর মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, 'সেই ব্যক্তি যিনি আপন সত্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাজকর্মের মাধ্যমে, নিজের আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তির স্রোতস্বিনী নদীর মাধ্যমে জ্ঞান-কর্ম, সত্যবাদিতা ও অবিচলতার পূর্ণ নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, অতঃপর পরিপূর্ণ মানব আখ্যায়িত হয়েছে। সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং কামেল নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রিকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায়, সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ করো যেমনটি পৃথিবী সৃষ্টি অবধি তুমি কারও প্রতি নাযিল করো নি।"

(ইতমামুল হুজ্জত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড,পৃঃ ৩০৮)

কাজেই এগুলো সেই বিষয়, এটি সেই রসূলপ্রেম ছিল, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়ে আবির্ভূত করেছেন, অর্থাৎ ইসলামের পুনর্জ াগরণের জন্য এখন কেবল তিনিই স্বীয় ভূমিকা পালন করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, এখন এই রসূলপ্রেম ও ভালোবাসার কল্যাণে আমি তোমাকে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর মর্যাদায়ও ভূষিত করছি আর তুমি এর ঘোষণাও করে দাও। আর এই শেষ যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের যে প্রতিশ্রুতি ছিল- আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, আমি এটি পূর্ণ করছি আর তোমার স্কন্ধে এই দায়িত্ব অর্পণ করছি। অতএব, এই দায়িত্ব নিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি (আ.) জামা'তকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা যেহেতু আমার হাতে বয়আত করেছ তাই একথাও স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মসীহ্ মওউদের সাথে সাহাবীদের মতো মানুষ থাকবেন। অতএব, এটি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার বাণী তাই যারা আমার হাতে বয়আত করেছে, যারা এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমরা মহানবী (সা.) এবং ইসলামের নাম সমুজ্জ্বল করবো, ইসলামের মুখ উজ্জ্বল করবো,ইসলামের প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তি পৌঁছাবো- তাহলে আমাদেরকেও সেই সাহাবীদের রঙ (বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) অবলম্বন করতে হবে। তিনি (আ.) এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে একস্থানে বলেন, 'আমাদের হাদীয়ে কামেল তথা পূর্ণতম পথের দিশারী {মহানবী (সা.)-এর} সাহাবীরা তাদের খোদা ও রসূলের জন্য কতই না আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন! দেশান্তরিত হয়েছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন- তথাপি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে অবিচল থেকেছেন। অতএব, এমন কোন্ বিষয় ছিল যা তাদেরকে এমন নিবেদিত প্রাণে পরিণত করেছিল? তা ছিল নিখাদ খোদাপ্রেমের স্পৃহা, যার রশ্নি তাদের হৃদয়ে পড়েছিল। তাই যে নবীর সাথেই মহানবী (সা.)-এর তুলনা করা হোক না কেন তাঁর (সা.) আনীত শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, নিজের অনুসারীদের জগতবিমুখ করে দেওয়া, বীরদর্পে সত্যের জন্য রক্ত বইয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।'

এটি তাদের প্রদর্শিত বিশ্বস্ততার এমন এক উচ্ছ্বাস, আমরা কোথাও এর তুলনা খুঁজে পাই না। তিনি (আ.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মোকাম বা মর্যাদা আর তাদের মাঝে পারস্পরিক যে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ছিল তার চিত্র পবিত্র কুরআন দু টি বাক্যে বর্ণনা করেছে,

وَ اَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ لَوۡ اَنۡفَقۡتَ مَا فِی الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا مَّاۤ اَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ "وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيۡنَهُمۡ

অর্থাৎ, তাদের হৃদয়ে যে প্রীতি রয়েছে, যদি স্বর্ণের পাহাড় দেওয়া হলেও আদৌ তা সৃষ্টি হতো না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে এই যে ভালোবাসা ও প্রীতি সঞ্চার করেছেন, তোমরা অঢেল সম্পদ ব্যয় করলেও সেই ভালোবাসা ও প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। এই ভালোবাসা ও প্রেম যা আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে তবুও সেই ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না। সুতরাং এটি আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্ট ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি। কেননা তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল। তারা মহানবী (সা.) ও ইসলামের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি বলেন, এখন আরেকটি জামা'ত মসীহ মওউদের যাদের নিজেদের মাঝে সাহাবাদের রঙ সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং তিনি এই নমুনা আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদি মসীহ মওউদের বয়আত করে থাকি তাহলে মসীহ মওউদ (আ.) তো মহানবী (সা.) এর মিশনকে পূরণ করার জন্য আগমন

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)**

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)**

করার কথা। এজন্য তিনি (আ.) বলেছেন, এই জামা'তকে সাহাবাদের রং ধারণ করতে হবে। সাহাবাদের তো সেই পবিত্র জামা'ত ছিল পবিত্র কুরআনের অজস্র স্থানে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আপনারা কি তেমন লোক? আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমরা কি এমন? তিনি (আ.) বলেন, যখন খোদা বলেন, মসীহ'র সাথে সেসব লোক থাকবে যারা সাহাবাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে। সাহাবারা তো তারা ছিলেন যারা নিজেদের সম্পদ, নিজেদের দেশ, আল্লাহর পথে দিয়ে দিয়েছেন। তারা সর্বকিছু পরিত্যাগ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর ঘটনা অধিকাংশই শুনে থাকবে; একবার যখন খোদার পথে সম্পদ দেওয়ার নির্দেশ হলো, ঘরের সবকিছু নিয়ে আসলেন। যখন রসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন যে ঘরে কী রেখে এসেছেন? তখন বললেন, খোদা ও তাঁর রসূলকে ঘরে রেখে এসেছি। সুতরাং এটি ছিল সেই স্পৃহা যা তারা প্রদর্শন করেছেন যার একটি নমুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর জীবনে দেখা যায়।

তিনি (আ.) বলেন, "ধরে নাও তারা তো খোদার পথে শহীদ হয়ে গেছেন। তাদের জন্য তো এটিই লেখা হয়েছে।" বাহ্যত শহীদ না হন, রক্ত না দিন কিন্তু যে কুরবানী সমূহ ছিল সেটি শাহাদাতের মর্যাদা প্রদানকারী ছিল। এটাই লেখা ছিল "তরবারির নিচে জান্নাত। তারা সর্বদা তরবারির নিচে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য তো এতটা কঠোরতা ছিল না, কেননা আমাদের জন্য ইয়াযাউল হারব এসেছে। অর্থাৎ মাহদীর যুগে যুদ্ধ হবে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২-৪৩)

সুতরাং আমাদের জন্য তো আল্লাহ্ তা'লা সামান্য কুরবানীর সুযোগ দিয়েছেন। এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়া উচিত। এর জন্য নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় কুরবানী করার যে অঙ্গীকার করেছি সেটাকে পূর্ণ করতে হবে। বয়আত করার অঙ্গীকারে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছি; কেননা তিনি মহানবী (সা.) এর প্রতিনিধি। সেজন্য এর বহিঃপ্রকাশ করা ও আমল করা উচিত।

তিনি জামা'তকে অসংখ্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, যদি আমার বয়আত করে থাকো তাহলে বয়আতের অধিকার আদায়ের জন্য এগুলো আমি প্রত্যাশা করি। কী প্রত্যাশা করেন? তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন পাঠ কর কিন্তু গল্প হিসেবে নয়।

(সূত্র: মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

বয়আতের অধিকার যদি আদায় করতে হয় তাহলে প্রথম শর্ত হলো পবিত্র কুরআন পাঠ কর, কিন্তু গল্প হিসেবে নয়, কাহি নি হিসেবে নয়। সেটি বুঝে পড়। গত খুতবায় আমি পবিত্র কুরআন পড়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। মহানবী (সা.) এর নির্দেশ সমূহ বর্ণনা করেছিলাম। এর বিস্তারিত , একস্থানে তিনি লোকদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, দেখ লোকেরা কতটা সুর দিয়ে উত্তমরূপে কুরআন পড়ে। কিন্তু সেটি তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। খুব ভালো তিলাওয়াত কিন্তু বোঝার যে বিষয়টি সেটি তাদের মাঝে নেই। পড়েছে খুব ভালো কিন্তু অর্থ জানে না। গলা দিয়ে সুন্দর আওয়াজ বের করে কিন্তু অর্থ জানে না। এজন্য বলেছেন, পবিত্র কুরআনের অপর নাম 'যিকর'। সেই সূচনালগ্ন থেকে মানুষের মাঝে সুপ্ত ও ভুলে যাওয়া সত্য বিষয় ও অর্ন্তনিহিত প্রতিশ্রুতিগুলো স্মরণ করানোর জন্য এসেছে। সত্য বিষয়সমূহকে স্মরণ করানোর জন্য কুরআন প্রতিটি যুগে এসেছে, ঐ যুগেও এবং এবং এ যুগেও। আল্লাহ তা'লার দৃঢ় অঙ্গীকার إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অনুযায়ী এ যুগেও আকাশ হতে একজন শিক্ষক এসেছেন। কারণ (আল্লাহ তা'লার দৃঢ় অঙ্গীকার) ইন্না লাহু লাহাফেযুন। আল্লাহ তা'লা নিজেই বলেন, إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমরাই এর হিফাযতকারী। (সূরা হিজর: ৯) এবং آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ [অর্থাৎ এবং (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্য লোকের মধ্যেও (সূরা জুমুআ: ৪)]। এর সত্যায়নস্থল। তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি পুনরায় রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ফিরে আসছি যেখানে তিনি (সা.) এই যুগের সম্বন্ধেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, লোকেরা কুরআন তো পড়বে কিন্তু তা হলকের (কণ্ঠনালীর) নিচে যাবে না।" তিনি (আ.) বলেন, আমার বিরুদ্ধবাদীরা, কেবল তারাই নয়,বরং যারা আল্লাহ তা'লার অঙ্গীকারকে অবজ্ঞা করেছে এবং তারাও যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে অস্বীকার করেছে ও রসুলুল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নি, তারা এ দাবী করে যে, আমরা কুরআন জানি। কিন্তু তারা এর উপর আমল করে না। তিনি (আ.) বলেন, পরিতাপের বিষয় হলো, কেউ উপদেশদাতা সহানুভূতিশীল হয়ে তাদেরকে বোঝাতে চাইলে তারা বুঝতে চেষ্টা করে না। উপদেশদাতা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল যদি কেউ বুঝাতে চায় তাহলে শুনতেও চায় না। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে তোমরা যদি বুঝার চেষ্টা করতে না চাও তবে তার কথা শুনতে তো পারো। বিনা কারণে বিরোধিতা কর না। তিনি (আ.) বলেন, তারা কেন শুনবে। এটা তো তাদের অক্ষমতা যে তারা শুনতেও পারে না। কেননা শুনার জন্য তো কানের প্রয়োজন। তাদের শুনার শক্তি ও কানও থাকলে পরেই তারা শুনতে পারবে। ধৈর্য ও ভালো চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কাজ নিন। আল্লাহ তা'লা তো বলেন, ধৈর্য ধর এবং ভালো চিন্তা-ভাবনা কর। কিন্তু তারা তো এ দ্বারা উপকৃত হতে চায় না। তারা কেবল বিরোধিতা করতে চায়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা যদি পৃথিবীর প্রতি তাঁর আশীষের দৃষ্টি না দিতেন তবে ইসলাম ধর্মও অন্যান্য ধর্মের মতো মৃত ও কিস্সা কাহিনি বলে মনে হতো। তিনি (আ.) বলেন, কোন মৃত ধর্ম কাউকে জীবন দিতে পারে না। তবে এ সময়ে ইসলাম জীবিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা কোন কাজ উপকরণ ছাড়া করেন না এটি তাঁর রীতি। তবে এ বিষয়টি পৃথক যে, সেসব উপকরণ দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উপকরণ অবশ্যই হয়ে থাকে। এভাবেই আকাশ হতে জ্যোতিসমূহ অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীতে পৌঁছে তা উপকরণের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে যে নূর অবতীর্ণ হয় তা বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন মাধ্যমরূপে প্রকাশিত হয় আর তা সে কাজের জন্য উপকরণ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা যখন মহানবী (সা.) এর যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পথভ্রষ্টতায় নিপতিত দেখলেন এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে অজ্ঞতা ও অন্ধকারের কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল, সে সময়ে সেই অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য এবং অজ্ঞতাকে, হেদায়েত ও সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার জন্য এক দীপ্তিমান সূর্য ফারান পর্বতের চূড়ায় জ্যেতির্ময় হয়, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন। তিনি (আ.) বলেন, আমি এ যুগে এ জন্য আবির্ভূত হয়েছি, সেই জ্যোতি যা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার কারণে এবং আলেমদের, লোকদের এবং মুসলমানদের আমল সেটিকে নিস্প্রভ করতে চেষ্টা করেছে। এটি কখনো দীপ্তিহীন হয় নাই। হ্যাঁ! চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। আল্লাহ তা'লা আমাকে এজন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমি পৃথিবীবাসীকে বলি, এই জ্যোতি তো এখনো দীপ্তিমান। এটিকে কীভাবে দেখবে? তা দেখতে হলে আমার চোখ দিয়ে দেখ। আমাকে আল্লাহ তা'লা এর মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছি। মন চাইলে গ্রহণ করো আর না চাইলে কোরো না- এটি তোমাদের ইচ্ছা। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এবং এর ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আর আমার মান্যকারীদেরও এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের ফলে এ যুগে প্রেরণ করেছেন।

(সূত্র: মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮)

তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের বিরোধিতার যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা হবে তা মসীহ্ মওউদ-এর জামা'ত হবে। তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করতে এবং ইসলামকে পুনর্জীবিত করতে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবে তা মসীহ্ মওউদ-এর জামা'ত হবে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর মাধ্যমে হাদীসে মসীহ্ মওউদ-এর নাম ক্রুশ ধ্বংসকারী রেখেছেন, কেননা এটি সত্য যে, প্রত্যেক মুজাদ্দিদ চলমান নৈরাজ্য দূর করতে এসে থাকেন। আর বর্তমানে যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে চিন্তা করো তাহলে কি এ উপলব্ধি হবে না যে, ক্রুশীয় মুক্তির সমর্থনে কলম ও জিহ্বার মাধ্যমে সেই কর্মসম্পাদন করা হয়েছে। আলেমদের (লিখিত) পাতাগুলো যদি উলটেপালটে দেখা যায় তবে মিথ্যার উপাসনার স্বপক্ষে এহেন কার্যকলাপ অন্য কোনো যুগে সংঘটিত হয় নি। অন্য কোনো যুগে এর প্রমাণ পাওয়া যায়

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

না। আর যেখানে ক্রুশীয় ফিতনার স্বপক্ষে সমর্থকদের লেখনী এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬)

চতুর্দিকে খ্রিষ্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। সে যুগে অনেক বেশি ছিল। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, খ্রিষ্টানদের তবলীগ পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং মুসলমানরাও খ্রিষ্টানদের ক্রোড়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। পূর্বে কখনো এভাবে এত প্রকটাকারে তবলীগ হয় নি, যেভাবে সে যুগে হচ্ছিল। তাই একে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ-কে প্রেরণ করেন।

তিনি (আ.) বলেন, "প্রকৃত তওহীদ, মহানবী (সা.)-এর মানসম্ভ্রম, সততা এবং আল্লাহ্র কিতাব (তথা কুরআন) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তিমূলক আক্রমণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি কি এটি হওয়া উচিত ছিল না যে, তিনি সেই ক্রুশ ধ্বংসকারী ব্যক্তিকে নাযিল করবেন? চাহিদা তো এটিই ছিল যে, সে যুগের যা অবস্থা ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রুশ ধ্বংসকারীর আগমন হওয়া উচিত ছিল। যদিও বর্তমানে আমরা যে যুগে বসবাস করছি সেখানে খ্রিষ্টানদের ততটা প্রভাব বিদ্যমান নেই, কিন্তু এটা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর মানসম্ভ্রম, মর্যাদা এবং সততার ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে আর কুরআন করীমের ওপর আক্রমণও করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ অশোভনীয় আচরণও করছে, বেয়াদবি করছে- নাস্তিক হোক, কিংবা ধর্মহীন মানুষ, ইসলামবিরোধী হোক কিংবা কোনো ধর্মের সাথে সম্পৃক্তই হোক না কেন- এ কাজে সবাই অগ্রগামী। আর বর্তমানেও এটি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তেরই কাজ যে, তাদের মস্তক কর্তন করবে, তাদেরকে অকাট্য জবাব দেবে আর মহানবী (সা.)-এর সম্মান, মর্যাদা এবং সততাকে জগতের সামনে উন্মোচন করবে, অধিকন্তু কুরআন করীমের হিফাজতের কাজে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কি তাঁর প্রতিশ্রুতি 'ইন্না নাহনু নাযযালনায্ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন'- ভুলে গেছেন? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ্ তা'লা ওয়াদা করেছেন, আমি কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমি তোমাদের সত্য সত্য বলছি, আমি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসীহ্ মওউদ হিসাবে আগমন করেছি। চাইলে মান্য করো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করো, কিন্তু তোমাদের প্রত্যাখ্যান করাতে কিছুই হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যে উদ্দেশ্য মনস্থির করেছেন তা বাস্তবায়ন হবেই হবে, কেননা খোদা তা'লা বারাহীনে প্রথমেই বলে দিয়েছেন, সিদকুল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া কানা ওয়াদাম্ মাফউলা।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল যা বলেছিলেন তা সত্য বলেছিলেন আর এ প্রতিশ্রুতি সত্য হওয়ারই ছিল।

অতএব এটি নিশ্চিত বিষয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে। প্রসার লাভ করারই ছিল এবং প্রসার লাভ করবে, কেননা তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, যা সর্বশেষ ধর্ম। এটিকে আল্লাহ্ তা'লা বানিয়েছেন এবং তা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে, যদিও স্বজাতি বিরোধিতা করুক অথবা ভিন জাতি বিরোধিতা করুক। তাদের বিরোধিতা পরিশেষে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হবে।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা বলছ, কেন আগমন করেছেন? (বহু মুসলমান আপত্তি করে থাকে)। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা নিজেরাই বলো, মুসলমানদের আমল বা ব্যবহারিক জীবনের (অবস্থা কি) এর দাবি করে না যে, কোনো সংশোধনকারী হওয়া উচিত? মৌলভীরা ভীষণ হট্টোগোল করে, কেন আগমন করেছেন? নিজেদের ব্যবহারিক কর্ম তো দেখো। তোমাদের ব্যবহারিক কর্মই কামনা করছে। অতএব অন্যত্র তিনি (আ.) এর বিস্তারিত বলেন, মুসলমান নামধারীদের কর্ম যদি সৎ বা পুণ্য কর্ম হয় তবে এগুলোর উত্তম পরিণাম কেন সৃষ্টি হয় না? তিনি (আ.) বলেন, তারা বুঝে না আর বলে, আমাদের মাঝে ইসলাম পরিপন্থি কোন বিষয় আছে? আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি, নামাযও পড়ি, রোযার দিনগুলোতে রোযা রাখি, যাকাত আদায় করি, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, আমি বলছি, তাদের সমস্ত কর্ম পুণ্যকর্ম হিসেবে নয় বরং শুধুমাত্র খোলসের ন্যায় হয়ে থাকে। একটি খোলস যার মাঝে কোনো সারবস্তু নাই। নতুবা এটি যদি পুণ্য কর্ম হয় তবে এর উত্তম পরিণাম সৃষ্টি হচ্ছে না কেন?

আল্লাহ্ তা'লার তো অঙ্গীকার রয়েছে, আমি পুণ্যকর্মের উত্তম পরিণাম সৃষ্টি করে থাকি, তাহলে তা কেন হচ্ছে না? মুসলমানদের অবস্থা, যা বর্ণনাতীত অবস্থা, বর্তমান যুগে এটা কি প্রকাশ করছে না, এটা কি বলছে না, কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে, কিছু না কিছু ঘাটতি আছে, কোনো না কোনো ত্রুটি আছে যার কারণে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হচ্ছে না? তিনি (আ.) বলেন, পুণ্যকর্ম তো তখন হবে যখন তা সকল প্রকার নৈরাজ্য ও চক্রান্ত থেকে পবিত্র হবে, কিন্তু তাদের মাঝে এই বিষয় আর কোথায়?"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৩)

দাবি তো করে- আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, কিন্তু কোনো তাকওয়া বা খোদাভীতি নাই। নিজের নিরীক্ষণ নিজেই করুন তবেই বুঝতে পারবেন এই বিষয়গুলো, এই মন্দকর্মগুলো তাদের মাঝে বিদ্যমান আছে কিনা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যুগের অবস্থা কোনো সংশধনকারীকে চায়। বর্তমানেও তাদের একই স্লোগান, আজও কতিপয় মানুষ এই স্লোগানই দেয়- কোনো সংশোধনকারী থাকা উচিত। মুসলমানদের যে অবস্থা তাদের সংশোধনের জন্য কারো আবির্ভূত হওয়া উচিত। কিন্তু যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তাকে গ্রহণ করতে চায় না। অতঃপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, এই খ্রিষ্টানরা যেভাবে আক্রমণ করছে অথবা বিধর্মীরা আক্রমণ শাণছে বা নাস্তিকরা আক্রমণ রচনা করছে আর মুসলমানরা নিজেরা তাদের আক্রমণের নিশানায় পরিণত হচ্ছে, নিজেরা ধর্ম থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে (এগুলো) এ বিষয়ের দাবি করছে যে, কোনো সংশোধনকারী হওয়া উচিত যিনি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিবেন আর আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে সেই সংশোধনকারী হিসেবে আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের উচিত ছিল এরূপ অবস্থায় কোনো দলিলও যদি আমাদের কাছে না থাকত তবুও উন্মাদের ন্যায় অন্বেষণ করা যে, মসীহ্ (আ.) আজ পর্যন্ত কেন আগমন করেন নি। কোনো দলিলও যদি আমি না দিতাম তখনও যুগের অবস্থা দেখে তাদেরকে স্বয়ং অন্বেষণ করা উচিত ছিল। তাদের এটি উচিত ছিল না, নিজেদের ঝগড়াবিবাদের জন্য ডাকা কেননা তাঁর কাজ 'কাসরে সালিব' অর্থাৎ ক্রুশ ভঙ্গ করা। মসীহ্ (আ.) যখন আগমন করবেন তখন তাঁর খ্রিষ্টধর্মকে প্রতিহত করার ছিল, তাঁর নাস্তিকদের প্রতিহত করার ছিল, তাঁর বিধর্মীদের প্রতিহত করার ছিল আর এটাই যুগের জন্য আবশ্যক। সেই সময়েও যখন তিনি (আ.) দাবি করেছেন আর বর্তমানেও এর আবশ্যকতা রয়েছে। এজন্য তিনি (আ.) বলেন, আগমনকারীর নাম মসীহ্ মওউদ (আ.) রাখা হয়েছে। মোল্লাদের যদি মানবজাতির প্রতি মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা থাকত তবে ঘৃণাক্ষরেও এমন করত না যে-রূপ আমাদের সাথে করছে। তাদের ভেবে দেখা উচিত ছিল, যে আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তারা কি অর্জন করে ফেলেছে? যাকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হও! তাকে কে না বলতে পারে? এরা যারা আমাদের বিরোধিতা করছে, তারা আমাদের চাকরবাকর। তারা আমাদের বার্তা কোনো না কোনো উপায়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। এসব বিরোধিতার মাধ্যমেও (জামা'তের) সংবাদ পৌঁছাচ্ছে এবং তাদের বিরোধিতা আমাদের তবলীগের অনেক বড় মাধ্যম।

(সূত্র: মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৭-৩৯৮)

অতএব এরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে ধ্বংস করতে যতই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুক কিন্তু তারা যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, তা জামা'তের প্রচারের কারণ হচ্ছে।

একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা মায়ের থেকেও বেশি দয়ালু। তিনি চান না যে তার সৃষ্টিকুল ধ্বংস হোক। তিনি তোমাদের জন্য হেদায়াত এবং আলোর পথ উন্মোচিত করতে চান। কিন্তু তোমাদের উচিত বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়া। যেভাবে জমিনকে যতক্ষণ পর্যন্ত হাল চালিয়ে প্রস্তুত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায় না। একইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র জ্ঞান উর্ধ্ব লোক থেকে অবতীর্ণ হতে পারে না।

এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ কৃপা করেছেন এবং স্বীয় ধর্ম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমর্থনে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন, যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন, যেন তিনি মানুষদের আলোর দিকে আহ্বান করতে পারেন। এ যুগে যদি এ ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা না হতো, ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তা না করা হতো তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন তোমরা দেখছো চতুর্দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিক সর্বত্র ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তায় জাতিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কীভাবে উঠেপড়ে লেগেছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৩)

বর্তমানে আরও বেশি শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

যদি ইসলামের বিরোধিতা না হতো তাহলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কোনো প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আজ আমরা দেখছি যখন

তিনি (আ.) অর্থাৎ ১৩৬ বছর পূর্বে দাবি করেছিলেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই অবস্থা (অর্থাৎ বিরোধিতা) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, আমাকে তোমরা বলে থাকো অর্থাৎ বিরোধীরা বলে যে আমি ব্যবসা খুলে বসেছি। কিন্তু আমার কোনো ব্যবসা নেই। মসীহ মওউদের কাজ হলো ধর্ম প্রচার করা এবং একটি ধর্মীয় উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা। যদি এটিকে কেউ ব্যবসা নাম দিতে চায়, তাহলে এর নাম হবে ধর্মীয় প্রচেষ্টা। [তিনি (আ.) বলেন,] তোমরা যদি আমার নিকট সঠিক বিষয় জানতে চাও তাহলে জেনে রাখো, জাগতিক দিক আমি মৃত সদৃশ। জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যের নিরিখে আমাদের অবস্থা মৃত সদৃশ। আমরা তো শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করি। আমাদের সকল কার্য ক্রম ধর্মীয় যেভাবে ইসলামে বুযুর্গ এবং ইমামরা সর্বদা ধর্মীয় কাজে ব্যপৃত থাকে। আমাদের নতুন আর কোনো পন্ধতি নেই। বরং লোকদের আকিদাগত রীতি বা পন্ধতিকে দূর করতে চাই যা তাদের জন্য সকল দিক থেকেই বিপজ্জনক। সেই সকল বিশ্বাস তাদের হৃদয় থেকে দূর করতে চাই যা তাদের জন্য হুমকির কারণ। তাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটিই কেননা কিছু ভুল বিদআত প্রচলিত হয়েছে। কিছু ভুল বিদআত ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কাজ হলো এসব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং সত্যিকার ধর্ম যা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, তা আমরা প্রচলন করতে চাই। আর এটিই আমার আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর একইভাবে অন্যান্য অসার ধর্মগুলোর সত্যতা জনসম্মুখে প্রকাশ করাও আমার লক্ষ্য। [তিনি (আ.) বলেন: অন্যান্য অসার ধর্মগুলোর সত্যতা জনসম্মুখে প্রকাশ করাও আমার দায়িত্ব এটিই আমার উদ্দেশ্য]। ইসলামের নূরকে দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.)-এর মানমর্যাদা জগতে প্র তিষ্ঠা করাই আমার উদ্দেশ্য।

(সূত্র: মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১০)

তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর সম্মানের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন: স্মরণ রেখো! কুরআন করীম প্রেরণ এবং মহানবী (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এটিই চেয়েছেন যে, এগুলো যেন বিশ্বজগতের ওপর মহান কৃপার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। যেমনটি তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ প্রেরণের উদ্দেশ্য বলেছেন, 'হুদাল্লিল মুত্তাকীন' (মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ)। অর্থাৎ এ এক এরূপ মহান উদ্দেশ্য যার তুলনা পাওয়া যায় না।

তাই তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, সমস্ত স্তরের পরিপূর্ণতা যা নবীকুলের মাঝে ছিল তা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তায় একীভূত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত গুণাবলি ও পরাকাষ্ঠা যা বিভিন্ন কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল তা কুরআন শরীফে প্রথিত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি যে পরিমাণ যোগ্যতা (পূর্ববর্তী) সমস্ত উম্মতগুলোতে ছিল তা এ উম্মতে একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং খোদা তা'লা চেয়েছেন যেন আমরা সেই সমস্ত পরাকাষ্ঠা লাভ করি। একইসাথে এ বিষয়টিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যেভাবে মহা পরিপূর্ণতা তিনি আমাদেরকে দান করতে চেয়েছেন অনুরূপভাবে তিনি আমাদেরকে শক্তি-সামর্থ্যও দান করেছেন, কেননা যদি সে অনুযায়ী সামর্থ্য না দেওয়া হয় তাহলে আমরা সেই পরাকাষ্ঠা কোনোভাবেই লাভ করতে পারব না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪০-৩৪১)

সুতরাং যখন খোদা তা'লা আমাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন আর এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যেন তা লাভে সব ধরনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করি আর তিনি (আ.) এটিই বলেছেন যে, আমার এ জগতে আগমনের উদ্দেশ্য এটিই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ দিকেই উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং তাদের কথা চিন্তা করো এবং দেখো যে, আমার বিরোধিতার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা ও তাঁর আনীত শরীয়ত বিশ্বব্যাপি কীরূপে প্রচার করতে পারি? তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) পরিপূর্ণ নবী। আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী প্রেরণ করেছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরিফীন এবং খাতামুন্নাবীঈন আর একইভাবে সেই কিতাব তাঁর প্রতি অবতরণ করেন যা সমস্ত কিতাবসমূহের সমষ্টি ও সমস্ত কিতাবসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যিনি খাতামুন্নাবীঈন আর তার মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি যেভাবে কাউকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। এরূপভাবে নিঃশেষ করা গর্বের বিষয় নয় বরং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়্যত পরিসমাপ্তি ঘটার অর্থ হলো, প্রকৃতিগতভাবে তার মাধ্যমে নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা শেষ সীমায় উপণীত হয়েছে অর্থাৎ, সমস্ত গুণাবলির পরিপূর্ণতা যা আদম থেকে শুরু করে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম পর্যন্ত নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে; কাউকে কতক বৈশিষ্ট্য আবার কাউকে কিছু বৈশিষ্ট্য তার সবগুলো মহানবী (সা.)-এর মাঝে একীভূত করা হয়েছে আর এভাবে তিনি নিশ্চিতভাবে তিনি খাতামুন্নাবীঈন হলেন এবং অনুরূপভাবে সেই শিক্ষামালা, নির্দেশনাবলি এবং তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন পুস্তকাবলিতে লিপিবন্ধ ছিল তা কুরআন শরীফে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর এভাবে কুরআন শরীফ খাতামুল কিতাব আখ্যা পেল। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪২)

সুতরাং তিনি (আ.) বলেন, "এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার প্রতি ও আমার জামা'তের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে খাতামুন্নাবীঈন মানি না এটি একটি ডাহা মিথ্যারোপ। আমরা যে দৃঢ়তা, বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির সাথে মহানবী (সা.)-কে খাতামুন্নাবীঈন মানি এবং বিশ্বাস করি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের এই যোগ্যতাই নাই যে, তারা এর গূঢ়তত্ত্ব এবং রহস্য যা খাতামুল আম্বিয়া এবং খতমে নবুয়্যতের মাঝে রয়েছে তা অনুধাবন করবে।

তারা কেবল পিতাপিতামহ থেকে একটি শব্দ শুনেছে, বরং এর অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ আর জানে না যে, খতমে নবুয়্যত কী এবং এর ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ কী? কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানে যা আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন মহানবী (সা.)-কে খাতামুন্নাবীঈন বিশ্বাস করি এবং খোদা তা'লা আমাদের নিকট খতমে নবুয়্যতের তত্ত্বকে এরূপভাবে উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, এ তত্ত্বজ্ঞানের সুধা থেকে যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে তাতে এক বিশেষ স্বাদ লাভ করি যা কেউ অনুমানও করতে পারে না, তারা ব্যতিরেকে যারা এ ঝরনা থেকে পরিতৃপ্ত হয়। "

(সূত্র: মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৭-৩৯৮)

অতএব, এই হলো তাঁর শিক্ষা, এবং তাঁর অবস্থান আর এটাই তাঁর উদ্দেশ্য, যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেছিলেন এবং যার জন্য তিনি জামা'ত প্র তিষ্ঠা করেছিলেন আর যার জন্য তিনি জামা'তের সদস্যদেরকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে এই বাণী পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দাও আর ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত হবে না যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না করো। পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকরো। আর এটিই ছিল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য আর এটাই এই ধর্মের গুরুত্ব। আমরা যদি এই ধর্মের গুরুত্ব বুঝতে পারি এবং নিজেদেরকে বয়আতের অঙ্গীকার পালনকারী মনেকরি, তাহলে আমাদেরকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে এবং যখন আমরা এই কাজগুলো করব তখন আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করব যেটি আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং যে লক্ষ্যটি আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্যের মাঝে নিহিত আর এর ফলে আমরা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনকারী হবো।

রমযানের দিনগুলোতে দোয়ার মাধ্যমে, নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে আর পবিত্র কুরআন শেখার মাধ্যমে এবং বাস্তবে বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে হবে যাতে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এই পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করতে পারি এবং বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করাতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

পরিশেষে, আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার আহ্বান করতে চাই। আল্লাহ্ তাদের অবস্থা শান্তিময় করুন। আজকাল বিরোধীরা সর্ব শক্তি দিয়ে তাদেরকে সব ধরনের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে, কখনো মসজিদের মিনারের নামে, কখনো মেহরাবের নামে আবার কখনো নামায আদায়ের নামে অর্থাৎ যে কোন ছুতোয় তারা কষ্ট দিচ্ছে। তাদের তো উদ্দেশ্য একটাই অর্থাৎ যে-কোনো উপায়ে আহমদীদের ক্ষতি করা হোক। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সুরক্ষা দান করুন। সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রজ্ঞা ও বিবেক দান করুন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করুন এবং তাদের প্রতি করুণা করুন।

ফিলিস্তিনে মুসলমান যারা রয়েছে তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এই অত্যাচার থেকে সুরক্ষা দান করুন আর তাদের প্রতি কৃপা করুন।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ এপ্রিল, ২০২৫)

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

হুযুরের ভাষণ (২য় ভাগ)

২০২২-২৩ সালে জামাতে আহমদীয়ার উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা, সাহায্য ও সমর্থনের আযিমুশশান নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটির ঈমান-উদ্দীপক বর্ণনা

এই সময়ে ২লক্ষ ১৭ হাজার ১৬৮জন সদস্য আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামে যোগদান করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষের আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা।

৩২৯টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ১৮৫টি মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিশন ও তবলীগি মরকযের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৪টি।

ইরানি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ সহ মোট ৭৬টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র রূহানী খাযায়েন-এর আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

১০৪টি দেশে ৬২০টির বেশি আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, ৪৭টি ভাষায় সাড়ে চাশর বেশি বিভিন্ন বই-পুস্তক, পামফ্লেট এবং ফোল্ডার্স প্রকাশিত হয়েছে, যার মোট সংখ্যা ৫০ লক্ষের অধিক

আরবী, রাশিয়ান, চীনি, তুর্কি, ইন্ডোনেশিয়ান, স্পেনিশ ও অন্যান্য ডেস্কের অধীনে বিভিন্ন বই-পুস্তকের প্রস্তুতি ও প্রকাশনা, হুযুর আনোয়ারের জুমআর খুতবা এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুবাদ

১০৭টি দেশে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার লিফলেটস বিতরণের মাধ্যমে ১কোটি ৮১ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে।

পাকিস্তানে ৩৫ হাজার ওয়াকফীনে নও আছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা প্রমুখ দেশ।আফ্রিকান দেশসমূহে ওয়াকফীনে নওয়ে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ঘানা, যেখানে ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা ১৭৮০জন। এর মধ্যে ৯৫৯জন ছেলে এবং ৮২১জন মেয়ে।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল চ্যানেলে এম.টি.এর অনুষ্ঠানাদি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা এবং জামাতের বিশ্বজনীন মানবসেবার উপর আলোকপাত করা হয়। গতবছর গ্যাম্বিয়ার বিভিন্ন স্থানীয় টিভি চ্যানেল ৭৮ হাজার ঘন্টার বেশি সময় ১৫ হাজার ৩৭৩টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। এম.টি.এ আফ্রিকার শাখার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে বারোটি। যেগুলি হল ঘানা, গ্যাম্বিয়া, মালি,আইভোরি কোস্ট, কেনিয়া,তানজানিয়া, ইউগান্ডা, মায়ুত আইল্যান্ড, রাওয়ান্ডা, নাইজেরিয়া,বেনিন, সিরালিওন এবং মরিশাস।

মোবোইল অ্যাপে তফসীরে সাগীর, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, এবং ফাইভ ভলিউম যুক্ত হয়েছে। Open Quran নামক সার্চ ইঞ্জিনে Lane Lexicon এবং শব্দার্থ যুক্ত হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়া সমেত আটান্নটি নতুন ইংরেজি বই অ্যাপেল,গুগল ও আমাজনে প্রকাশিত হয়েছে। মোট তিনশ ছাপান্নটি ইংরেজি এবং এক হাজার উর্দু পুস্তক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা (২০২৩) উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা এবং সিনিয়র মিডিয়া ডাইরেক্টর নিজেদের একাধিক কমিটি বা প্যানেলে রিভিউ অফ রিলিজিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রিভিউ অফ রিলিজিয়নসকে ন্যাশনাল এওয়ার্ডস এর জন্য বিচারক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে যাতে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন পত্রিকায় উৎকৃষ্ট মানের লেখক এবং সম্পাদক নির্বাচিত করা যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এর ফলে পৃথিবীতে এখন আহমদী পাঠকদের ছাড়াও অনেক বেশি মানুষ পত্রিকাটি সম্পর্কে জানছে।

আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৪ সালে এখান থেকে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। পরে ২০১৯ সারে সপ্তাহে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করতে শুরু করে। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দৈনিক হয়ে গেছে আর এখন প্রতি মাসে প্রথম ও তৃতীয় রবিবার কচিকাচাদের জন্যও আলফজল প্রকাশিত হচ্ছে। পাকিস্তানে আল ফজল পত্রিকার ওয়েব সাইটে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর ওয়েব সাইট, টুইটার ও ফেসবুকের মাধ্যমে ৭ কোটি ২৬ লক্ষের বেশি মানুষের কাছে জামাতের সংবাদ পৌঁছেছে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

আল হাকাম সাপ্তাহিক পত্রিকা। এটিও অনলাইন প্রকাশিত হয়ে পৌঁছে যায় এবং বিভিন্ন লাইব্রেরীতে যায়।

আল্লাহ তা'লার কৃপায় এর প্রকাশনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রানস্লেশন এন্ড রিসার্চ অফিস: এই বিভাগে অধীনে যে সব কাজ হয়েছে সেগুলি হল, সহীহ বুখারীর টীকা, যেটি হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) লিখেছেন, সেটির ইংরেজি অনুবাদের কাজ চলছে আর ফিকাহতুল মসীহ-র অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে। মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত-এ প্রথম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে। হামামাতুল বুশরা-র অনুবাদ করা হচ্ছে। কওলুস সরীহ-র ইংরেজি অনুবাদ করা হচ্ছে। আর ফাইভ ভলিউম কমিন্টারী-র ইংরেজি থেকে আরবী যে অনুবাদ করা হয়েছিল সেটির চেকিং ও প্রুফ রিডিং এর কাজ চলছে। অনুরূপভাবে বদরী সাহাবা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন, যেগুলির বিষয়ে আমি খুতবা দিয়েছিলাম, সেগুলির সমগ্র খণ্ড তৈরী করে অনুবাদ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক বইয়ের অনুবাদ করা হচ্ছে।

মাখজানে তাসাভীর।এটাও আল্লাহ তা'লার কৃপায় ভাল কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত তাদের সংগ্রহে ১৩ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি ছবি রয়েছে। আর ওয়েব সাইটে এবার আটশ' ছবির সংযোজন হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় যেগুলি পাওয়া যায়।

তাহরীকে ওয়াকফে নও। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে ওয়াকফীনে নও-এর মোট সংখ্যা ৮০ হাজার ছয়শ'। যার মধ্য থেকে ৪৭ হাজার ২২২জন ছেলে ও ৩৩ হাজার ৩৭৮জন মেয়ে। যে সমস্ত আবেদনে পিতামাতাকে প্রাথমিকভাবে মঞ্জুরী পাঠানো হয়েছে, এবছর এমন নতুন আবেদনের সংখ্যা ৩ হাজার ৬৮৮টি। আর এর মধ্যে যেগুলি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে, তার সংখ্যা ২ হাজার ছয়শটি। এর মধ্যে পনেরো উর্ধ্ব ওয়াকফীন নওদের সংখ্যা ৩৯ হাজারের বেশি। যার মধ্যে ২৪ হাজার ছেলে এবং ১৪ হাজার মেয়ে।

পাকিস্তানে ৩৫ হাজার ওয়াকফীনে নও আছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা প্রমুখ দেশ।আফ্রিকান দেশসমূহে ওয়াকফীনে নওয়ে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে

ঘানা, যেখানে ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা ১৭৮০জন। এর মধ্যে ৯৫৯জন ছেলে এবং ৮২১জন মেয়ে। অনুরূপভাবে ইউনিভার্সিটি ও কলেজ পড়ুয়ারাও রয়েছে, অনেকে কাজেও লেগে গেছে। কিছু কিছু ওয়াকফীনে নও নিজেদের পেশাদার জীবনে প্রবেশের পর জামাতের কাজও করছে।

আহমদীয়া অর্কাইভ এন্ড রিসার্চ সেন্টার: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও খলীফাগণের স্মৃতিবিজড়িত বস্তুসমূহ সংরক্ষনের কাজ তাদের দায়িত্বে রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল আওয়াল (রা.) সম্পর্কিত ডোগরা রাজ যুগের রাজকীয় নথিপত্র জম্মু থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে। অনেক পুরানো পত্রপত্রিকা থেকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির গবেষকদেরকে অর্কাইভের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে,তাদেরকে জামাতের বিষয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তারা আরও অনেক কাজ করছে। এছাড়াও রয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারাও অনেক ভাল কাজ করছে। সম্প্রতি তারা আফিক্রার নাইজেরিয়া ও ঘানায় গোলাম কাদির শহীদ আইটি রিসার্চ ল্যাব স্থাপন করেছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিভাগকে পরিচালনাও করে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভাল কাজ করছে।

প্রেস ও মিডিয়া অফিস: এরাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভাল কাজ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন রেডিও ও টিভি চ্যানেলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। আর জামাতের বিষয়ে সংবাদও প্রকাশিত হতে থাকে বা তাদের চ্যানেলে দেখানো হয়। গতবছর একাধিক ইউনিভার্সিটি ও স্কুল পরিদর্শন করা হয়েছে। তাদের কর্মীরা ইসলামের বিষয়ে ছয়টি লেকাচারও দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের মিডিয়াকে তারা পথপ্রদর্শনও তারা করে থাকে।

আলইসলাম ওয়েব সাইট:এই ওয়েবসাইটে মালফুযাত এবং তফসীরে কবীরের নতুন কম্পিউটারইজড এডিশন সংযুক্ত হয়েছে। অনলাইন কুরআন এবং মোবাইল অ্যাপের 'মঞ্জুর' ফন্ট যুক্ত হয়েছে। অনলাইন কুরআনে ইংরেজি ও উর্দু শব্দার্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও আরবী তফসীরে কবীরও সামিল করা হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরজুমাতুল কুরআন ক্লাসের ভিডিও লিংক দেওয়া হয়েছে। বার্মিজ ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ যুক্ত হয়েছে। মোবোইল অ্যাপে তফসীরে সাগীর, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, এবং ফাইভ ভলিউম যুক্ত হয়েছে। Open Quran নামক সার্চ ইঞ্জিনে Lane Lexicon এবং শব্দার্থ যুক্ত হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়া সমেত আটান্নটি নতুন ইংরেজি বই অ্যাপেল,গুগল ও আমাজনে প্রকাশিত হয়েছে। মোট তিনশ ছাপান্নটি ইংরেজি এবং এক হাজার উর্দু পুস্তক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। আমার জুমআর খুতবা কুড়িটি ভাষায় অডিও ও ভিডিওতে পাওয়া যাচ্ছে। বক্তৃতাসমূহ,বই এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতিও পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশই স্বেচ্ছাসেবক যারা খুব ভাল কাজ করছে। স্থায়ী কর্মী বলতে একজন মুরুব্বী রয়েছেন।

এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনাল:এর ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে বর্তমানে মোট ষোলটি বিভাগ রয়েছে যেখানে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা ৫০৬জন। ঐচ্ছিকভাবে ২৭৯জন পুরুষ ও ১৫৪জন মহিলা কাজ করছেন। অপরদিকে ৭৯জনকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এম.টি.এর আটটি চ্যানেল চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচার করছে।

এই চ্যানেলগুলিতে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় সরাসরি অনুবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছে। যেমন- ইংরেজি, আরবী, জার্মানী, বাংলা, সোয়াহিলী, আফ্রিকান ইংরেজি, ইন্ডোনেশিয়ান,তুর্কি, বুলগেরিয়ান,স্পেনিশ,বোসনিয়ান, ডাচ, জাপানী, মালায়ালাম,তামিল, রাশিয়ান, পুশতু, ফার্সি, সিন্ধী, চুঈ, ইউরোবা ও হাউসা। গতবছর এম.টি.এ এশিয়ার দুটি চ্যানেল এম.টি.এ -৬ এশিয়া এবং এম.টি.এ ৭ এশিয়ার স্ট্রীমিং সার্ভিসের সূচনা হয়েছে। এখন সারা বিশ্বে এই চ্যানেলটি চব্বিশ ঘন্টা অনলাইন দেখা যাচ্ছে। এম.টি.এ ৬ এশিয়ায় সুদূর প্রাচ্যের ইন্ডোনেশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া প্রমুখ দেশের জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচরিত হয়ে থাকে। অপরদিকে এম.টি.এ ৭ এশিয়ায় পাকিস্তান, ভালত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল প্রমুখ দেশের জন্য সেই সব দেশের স্থানীয় ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে।

গতবছর নাইজেরিয়া এবং সিরালিওনে এম.টি.এর দুটি নতুন স্টুডিও-র সূচনা হয়েছে। এছাড়াও ইন্ডোনেশিয়ায় অত্যাধুনিক তিনতল বিশিষ্ট স্টুডিও তৈরীর কাজ চলছে। যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপে স্কাই প্লাটফর্মে এম.টি.এ-র হাই ডেফিনেশন সম্প্রচারের পরীক্ষামূলক ট্রান্সমিশন চলছিল। এখন যথারীতি হাইডেফিনেশন সম্প্রচার শুরু হয়েছে। আফ্রিকায় এম.টি.এ-র একসার্টনাল ব্রডকাস্ট-এর জন্য প্রশিক্ষনের সুযোগও রয়েছে। গতবছর থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন মিডিয়া ও সংগঠন এবং ব্রডক্রাস্টারদের ইচ্ছানুসারে এম.টি.এ তাদেরকে প্রশিক্ষন দিচ্ছে। এই ধারা সারা বছর অব্যাহত ছিল। এছাড়াও আরও কিছু প্রতিষ্ঠান নিজেদের কর্মীদের প্রশিক্ষনের জন্য আমাদের স্টুডিওতে পাঠিয়ে থাকেন।এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এম.টি.এ আফ্রিকার মিডিয়া সংগঠন এবং ব্রডকাস্টারদের মাঝে এক বিশেষ স্থান অর্জন করেছে।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল চ্যানেলে এম.টি.এর অনুষ্ঠানাদি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা এবং জামাতের বিশ্বজনীন মানবসেবার উপর আলোকপাত করা হয়। গতবছর গ্যাম্বিয়ার বিভিন্ন স্থানীয় টিভি চ্যানেল ৭৮ হাজার ঘন্টার বেশি সময় ১৫ হাজার ৩৭৩টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। এম.টি.এ আফ্রিকার শাখার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে বারোটি। যেগুলি হল ঘানা, গ্যাম্বিয়া, মালি,আইভোরি কোস্ট, কেনিয়া,তানজানিয়া, ইউগান্ডা, মায়ুত আইল্যান্ড, রাওয়ান্ডা, নাইজেরিয়া,বেনিন, সিরালিওন এবং মরিশাস। এর মধ্যে কিছু কিছু স্থানে নতুন স্টুডিও স্থাপিত হচ্ছে।আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বেশ ভালকাজ হচ্ছে।

এম.টি.এর মাধ্যমে বয়আতও হচ্ছে। ফ্রান্সের আমীর সাহেব লেখেন, স্ট্রসবার্গে এক স্থানীয় ফ্রেঞ্চ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।তিনি আহমদীয়া সম্পর্কে ইউটিউবে এম.টি.এ-র ফ্রেঞ্চ সম্প্রচারের একটি অনুষ্ঠান দেখে জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে জানতে পারেন। দশ বছর পর্যন্ত তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তিনি এম.টি.এ চ্যানেলের খোঁজ পেতেই তাঁর অন্তর সত্যকে গ্রহণ করে। বয়আত করার পর তিনি নিজের আশপাশে তবলীগ করতে শুরু করেন আর তাঁর তবলীগে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে স্ত্রী ও বড় ছেলেও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

ক্যামেরুনের এক ভদ্রলোক প্রত্যন্ত গ্রামের এক বাসিন্দা ডিগা সুলেমানসাহেব। তিনি বলেন, আমি কেবলের মাধ্যমে এম.টি.এ আল আরাবিয়ার অনুষ্ঠান দেখে থাকি। আমি একজন হাইস্কুল শিক্ষক। গত বছর যুক্তরাজ্যের জলসা পুরোটায় এম.টি.এতে দেখেছি। দ্বিতীয় দিন জামাত সম্পর্কে অমুসলিম অতিথিদের অভিমত শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত হই যে,জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার করছে। তৃতীয় দিন আমার মধ্যে আরও বেশি আগ্রহ তৈরী হয়, যখন দেখি যে,জামাত আহমদীয়ার ইমাম তাঁর অনুসারীদের বয়আত গ্রহণ করছেন আর সারা বিশ্বের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করছেন। এই দৃশ্য দেখে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নবী করীম (সা.)-কেও মানুষের বয়আত নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যারা নতুন মুসলমান হত, তিনি তাদের বয়আত নিতেন। তখনই আমি কেবল অফিসে গিয়ে সেখানে জামাত আহমদীয়ার যোগাযোগ নম্বর নিই। আমাকে মুয়াল্লিম আবু বকর সাহেবের নম্বর দেওয়া হয়।এইভাবে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং আমি আরও অনেক নতুন তথ্য জানতে পারি। হৃদয় আশ্বস্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমি সপরিবারে জামাতে যোগদান করি।

ফ্রান্সের এক বন্ধু সেলিম সাহেব রয়েছেন, তিনি স্ট্রাসবার্গ মসজিদ থেকে আমাদের সম্পর্কে জানতে পারেন। বন্ধুদের কাছে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে তারা বলে, এরা মুসলমান নয়। এদের থেকে দূরে থেকো। তিনি এম.টি.এর অনুষ্ঠান দেখেছিলেন, যা দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই তিনি বন্ধুদের মতামত উপেক্ষা করে অন্বেষণ করতে শুরু করেন। বন্ধুদের বাধা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মসজিদে জুমআর নামায পড়তে আসতে শুরু করেন। তাঁকে তবলীগ করা হয়, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব হয়। অবশেষে তিনি জামাত আহমদীয়ার শিক্ষার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বয়আত করে নেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি বলেন, সতেরো বছর পূর্বে আমি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে ঐক্যমত ছিলাম, কিন্তু শুধু মাত্র ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দে ছিলাম। এই প্রশ্ন নিয়ে আমি মুসলমানদের সকল ফির্কার কাছে গিয়েছি, কিন্তু কেউই আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। এই ধর্মবিশ্বাসের কারণে আমি অনেক অস্থির চিত্ত থাকতাম। কিন্তু আমি জামাত আহমদীয়ার কাছে সেই উত্তর পেয়ে যাই। যখন আমি এম.টি-তে ঈসা(আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলি দেখলাম আর মসজিদে এসে প্রশ্ন করার সুযোগ পাই, তখন আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয় যে, এটাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। অতএব, তিনি আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। (বাকি পরের সংখ্যায়)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

রোযার খুঁটিনাটি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

(শেষাংশ.....)

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের পুত্র মিয়া রহমতুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় আসেন। পবিত্র রমযান মাস ছিল, আমরা সবাই গওসগড় থেকে রোযা রেখে লুধিয়ানা যাই, হুযুর আমার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন বা অন্য কারো কাছ থেকে জানতে পারেন, (যা এখন আমার মনে নেই,) গওসগড় থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই রোযাদার। হুযুর (আ.) বলেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, একইভাবে সফরে রোযা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। এটি যোহরের পরের কথা।" এরপর সবার রোযা খুলে দেওয়া হয়েছে। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১২৫, রেওয়ায়েত নম্বর ১১৫৯)

আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, "প্রথম যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন অতিথি আসেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব এটি আসরের পরের কথা। হুযুর তাকে বলেন, আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন, এখন তো সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা ভেঙ্গে কি লাভ? হুযূর বলেন, আপনি কি বাহুবলে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তা'লাকে বাহুবলে সন্তুষ্ট করা যায় না বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়। তখন সেই অতিথি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ. ৯৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১১৭)

একইভাবে, কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি এবং হযরত মুন্সী আরোড়া খান সাহেব এবং লুধিয়ানা নিবাসী হযরত খান সাহেব মুহাম্মদ খান সাহেব হুযুরের সকাশে উপস্থিত হই। রমযান মাস ছিল, আমি রোযা রেখেছিলাম আর আমার সাথীরা রোযা রাখেন নি। আমরা যখন হুযুরের কাছে উপস্থিত হই তখন সূর্যাস্তের কিছুসময় বাকি ছিল মাত্র। আমার সাথীরা হুযূরকে বলেন, জাফর আহমদ রোযা রেখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে যান এবং এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসেন আর বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, আমি নির্দেশ মান্য করি। আর সেখানে অবস্থানের সুবাদে এরপর রোযা রাখতে আরম্ভ করি। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইফতারের সময় একটি থালা বা ট্রেতে করে বড়বড় তিনটি শরবতের গ্লাস নিয়ে আসেন। আমরা রোযা খুলতে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হুযুর! মুন্সিজী আরোড়া খান সাহেবের এক গ্লাসে কিছুহয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হাসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি বড় জগ ভর্তি করে শরবত নিয়ে আসেন আর মুন্সিজীকে পান করান। মুন্সিজী মনে করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে শরবত পান করছি, তাই তিনি পান করতে থাকেন এবং পুরো জগ পান করে ফেলেন। [আসহাবে আহমদ (আ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৪, নব সংস্করণ, রেওয়ায়েত হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.)]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পেনশনার মওলা বক্স সাহেব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বেরের বরাতে লিখে পাঠিয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রমযান মাসে অমৃতসর আসেন, সেখানে মুন্ডুয়া বাবুঘনিয়া লাল(যার বর্তমান নাম 'বন্দে মাতরম পাল') নামক স্থানে তাঁর বক্তৃতা ছিল। সফরের কারণে হুযুর রোযা রাখেন নি।

বক্তৃতা চলাকালে মুফতি ফজলুর রহমান সাহেব হুযূরকে চায়ের পেয়ালা দেন, হুযুর এদিকে দৃষ্টি দেন নি, তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসেন, তখন হুযুর বক্তৃতায় ব্যস্ত ছিলেন, এরপর মুফতি সাহেব পেয়ালা তাঁর আরো কাছে নিয়ে আসেন, হুযুর তা থেকে এক চুমুক পান করেন। তখন মানুষ হইচই আরম্ভ করে যে, এই হল রমযান মাসের সম্মান, ইনি রোযা রাখেন না। তারা অশালীন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে এবং বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। হুযুর পর্দার আড়ালে চলে যান। গাড়ী অপর দিক থেকে দরজার সামনে আনা হয়, হুযুর এতে প্রবেশ করেন, মানুষ ইট, পাথর ইত্যাদি ছুঁড়তে আরম্ভ করে এবং অনেক হট্টগোল করে। গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায় কিন্তু হুযুর নিরাপদে তাঁর আবাসস্থলে পৌঁছে যান। পরে শোনা গেছে যে, একজন অ-আহমদী মৌলভী এসব কিছু সত্ত্বেও বলত, আজকে মানুষ মির্যাকে নবী বানিয়ে দিয়েছে। আমি স্বয়ং তাঁর মুখে একথা শুনিনি। এরপর হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা বাহিরে যাই। আমি তাঁকে বললাম, মানুষ ইট পাথর ছুড়ছে, হট্টগোল হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর বের হন, তখন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, 'যাকে পাথর মারত তিনি চলে গেছেন, আমাকে কে পাথর মারবে!' যেহেতু মুফতি ফজলুর রহমান সাহেবের চা পরিবেশনের কারণে এই গন্ডগোল, তাই সবাই তাকে বলতে আরম্ভ করে, তুমি কেন এমনটি করলে? সব আহমদী তাকে দোষারোপ করতে থাকে।আমিও তাকে এমনটিই বললাম, তিনি পরে বিরক্ত হয়ে যান। পরে মরহুম মিয়াঁ আব্দুল খালেক সাহেব আহমদী আমাকে বলেন, এই বিষয়টি যখন হুযুরের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে, মুফতি সাহেব অনর্থক বক্তৃতা নষ্ট করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মুফতি সাহেব কোন অপছন্দনীয় কাজ করেন নি।

এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ যে, সফরে রোযা রাখবে না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজের মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এই উত্তর শুনে মুফতি সাহেবের সাহস আরো বেড়ে যায়।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১৪৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১২০২)

অসুস্থ হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ডুবার উপক্রম ছিল, কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কেও এমনটিই দেখা যায় আর তা হল তিনি সব সময় দুটি বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে বেছে নিতেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৩য় অংশ, পৃ. ৬৩৭, রেওয়ায়েত নম্বর-৬৯৭)

একবার প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক সময় রমযান মাস এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা কাটার মৌসুম। এমন অবস্থায় যারা শ্রমজীবী তাদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে কী শিক্ষা? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আল আ'মালুবিন্ নিয়্যত' এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। তাকওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে নিজের অবস্থা মানুষ যাচাই করতে পারে। কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে রুগীদের মাঝে গণ্য হবে, এরপর সুযোগ হলেরাখবে। সেখানে মজদুরীর কারণে তারা পরে রোযা রাখতে পারে। আর 'ওয়া আলাল্লাযীনা ইতিকুনাহু' (সুরা আল্ বাকারা:১৮৫) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হল যারা অপারগ।"

(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা কী? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হল, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কী? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হল, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপাগুণেই লাভ হয়। অতএব, আমার মতে এভাবে দোয়া করলে খুব ভালো হয় যে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কিনা কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কিনা? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি চায় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"।

(মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন,

"ফিদিয়া দিলেই রোযা মাফ হয়ে যায় না, বরং দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, এই বরকতময় দিনগুলোতে

শরীয়তের অনুমোদিত কোন বৈধ কারণে অন্য মুসলমানদের সাথে একত্রে রোযা রাখা সম্ভব হয় নি। এই যে ছাড়, এটি দুধরণের হয়ে থাকে, একটি সাময়িক, আরেকটি স্থায়ী। ফিদিয়া সাধ্যানুসারে উভয় অবস্থায় দেওয়া উচিত। এক কথায়, কেউ ফিদিয়া দিলেও এক বছর, দুবছর বা তিন বছর পর যখনই তার স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়, তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্বের রোগ সাময়িক ছিল আর স্বাস্থ্য লাভের পর তার রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই যদি পুনরায় সে স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে ফিদিয়া দেবে। বাকি যে খাবার খাওয়ানোর সামার্থ্য রাখে সে যদি অসুস্থ হয় বা মুসাফির হয় তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে রমযান মাসে একজন মিসকিনকে ফিদিয়াস্বরূপ খাবার খাওয়ানো আর বছরের অন্য সময় সে রোযা রাখবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এটিই ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় ফিদিয়াও দিতেন, পরে আবার রোযাও রাখতেন আর অন্যদেরকেও এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশই দিতেন।" (তাফসিরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯)হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না এর বিনিময়ে তার মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়। এ খাতে যা ব্যয় হয় তা কাদিয়ানের এতিম তহবিলে দেয়া বৈধ কিনা? হুযূর (আ.) বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসকীন তহবিলেও দিতে পারে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)অজান্তে পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না, এই বিষয়ে তাঁর সামনে (এক ব্যক্তির) একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয়, রমযান মাসে সেহরির সময় অজান্তে ভেতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাহিরে এসে দেখি যে, ফর্সা হয়ে গেছে। আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কিনা? উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে আরেকটি রোযা রাখা আবশ্যক নয়।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

বয়সের প্রশ্ন: কোন বয়সে রোযা রাখা উচিত? এ বিষয়ে অনেক বাচ্চাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখতে বারণ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি এক অন্যায়। কেননা এটি দেহ গঠনের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন রোযা রাখার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও রীতি যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছুটা অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত, যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স। প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শুধুএকটি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ বয়সে রোযার একটি ঔৎসক্য থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতামাতার উচিত তাদের বারণ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের উৎসাহ যোগানো উচিত, যেন কয়েকটি হলেও তারা রোযা রাখে। একই সাথে এটিও দেখা উচিত, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না। কেননা কিশোর-কিশোরীরা যদি এই বয়সে সবগুলো রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না।

অনুরূপভাবে, কোন কোন ছেলেমেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে আর বলে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর। আমি মনে করি এমন ছেলেমেয়ে হয়ত ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হবে। পক্ষান্তরে এক সুঠাম বালককে হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছরের মনে হয় কিন্তু আমার এই শব্দগুলো নিয়ে যদি সে শঠতা প্রদর্শন করে যে, রোযার জন্য উপযুক্ত হওয়ার বয়স হল ১৮ তাহলে সে আমার উপরও যুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের উপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তার সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে।"

(তর্ফসিরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫)হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যাছিলেন। তিনি বলেন, যৌবনে পদার্পণের পূর্বে স্বল্প বয়সে তিনি (আ.) রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না, দু-একটি রোযা রাখাকেই যথেষ্ট মনে করা হত। হযরত আম্মাজান যেদিন আমার প্রথম রোযা রাখিয়েছেন সেদিন মানুষকে ইফতারির দাওয়াত দিয়েছেন, জামা'তের সব মহিলাদের ডেকেছেন। এই রমযানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমযানে আমি আবার রোযা রাখি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলি, আজকে আমি আবার রোযা রেখেছি। তিনি কক্ষেই ছিলেন, পাশের টুলে দুটি পান ছিল, খুব সম্ভব হযরত আম্মাজান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পান হাতে নিয়ে আমাকে বলেন, নাও এই পানটি খাও। তুমি দুর্বল, রোযা রাখবে না, রোযা ভেঙ্গে ফেল। আমি পান খেয়ে ফেলি, একই সাথে বলি, সালেহাওরোযা রেখেছেন। তিনিও স্বল্প বয়স্কাই ছিলেন, তার রোযাও ভাঙ্গিয়ে দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাকেও ডাক। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি আসলে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দ্বিতীয় পানটি ধরিয়ে দেন আর বলেন, খাও, তোমার রোযা নেই। সম্ভবত আমার বয়স হয়ত তখন ১০ বছর হবে।

(তাহরীরাতে মুবারেকা, ফিকহুল মসীহ্, পৃ. ২১৪, বাব রোযা এবং রমযান)

অনুরূপভাবে, তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। যেমন- গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী শ্রমিক ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম প্রহরে যদি তাহাজ্জুদের পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কিনা? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কোন অসুবিধা নেই, তারা পড়ে নিতে পারে।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আবার তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতুতাহাজ্জুদ, তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের মতামত কী? তাহাজ্জুদ তো বেতেরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হল ৮ রাকাত পড়া আর তিনি তাহাজ্জুদের সময়ই পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বলা হয়েছে।"

(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৩, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লিখে, যার সারাংশ হল, সফরে কীভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবী সম্পর্কে কী নির্দেশ? তিনি (আ.) বলেন, "সফরে দুরাকাত নামায পড়াই সুন্নত আর তারাবীও সুন্নত, তা-ও পড়ুন। কখনো ঘরে একাও পড়তে পারেন, কেননা তারাবী আসলে তাহাজ্জুদ, নতুন কোন নামায নয় আর বেতের যেভাবে পড়ে থাকেন সেভাবেই পড়ুন।"

(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২২, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) অতএব, রোযা-সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি এ থেকে পাঠকবৃন্দ কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন এবং অনেকেই তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সঠিক নিয়মে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 8 May 2025 Issue No.19

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ওসীয়্যত ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবহারিক প্রমাণ

আমি জামাতের সদস্যদেরকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, ওসীয়তের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে এমন বিশেষত্ব দান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ইলহামের অধীনে একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে কোনও মোমেন এর গুরুত্ব ও মহত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ব্যবস্থাপনাই আসমানী আর ঐশী ইলহামী ব্যবস্থাপনা। কিন্তু ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা খোদা তা'লার বিশেষ ইলহামের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলি সাধারণ ইলহামের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ওসীয়্যতের বিষয়টি বিশেষ ইলহামের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার একটি ব্যবহারিক প্রমাণ। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকারটি একটি চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি মেনে চলতে অনেক মোমেন বড় বড় ত্যাগস্বীকার করে, আর অনেকে এই চুক্তি করে নীরবে বসে থাকে। এছাড়াও এমনও অনেক মানুষ থাকেন যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে চায় কিন্তু এর জন্য তারা উপায় খুঁজে পায় না আর, কি করতে হবে সে কথা তাদের জানা থাকে না। ...... এছাড়াও যারা এই চুক্তি পালন করার চেষ্টা করছিল তারা জানত না যে তাদের চুক্তি রক্ষা হচ্ছে কি না।.....

তখন খোদা তা'লার করুণা উদ্বেলিত হয় আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন যে, যারা জানতে চায় যে তাদের অঙ্গীকার রক্ষা হচ্ছে কি না, তাদের জন্য এই ওসীয়তের পথ রয়েছে, এই পথে চলে তারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে, কেননা ওসীয়তে শর্ত রয়েছে-

"খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, এমন কামেল ঈমানদাররা যেন একই জায়গায় সমাহিত হোন যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা একই স্থানে তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজেদের ঈমান তাজা করতে পারে"

তাই এটা কিভাবে সম্ভব যে, কোনও ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্দেশিত পথে ওসীয়্যত করল, এর প্রতিষ্ঠিত থাকল অথচ তার ঈমান পূর্ণতা পেল না! তাই যে সব মানুষের মনে অশান্তি ছিল আর তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে কি না সেই চিন্তায় মনের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল, তাদের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার ইলহামের অধীনে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে তারা যেন ওসীয়্যত করে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৭০)

যে ব্যক্তি ওসীয়্যত করে খোদা তা'লা মুত্তাকি বানিয়ে দেন

তৃতীয়টি হল ওসীয়তের বিষয়। খোদা তা'লা আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখেছেন। আর এর মাধ্যমে জান্নাতকে আমাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছেন। তাই যে সব লোকের মনে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, কিন্তু ওসীয়্যতের বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করছে, আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন দ্রুত ওসীয়তের দিকে অগ্রসর হয়। দেখা যায়, এই অলসতার কারণেই বড় বড় নিষ্ঠাবানরা ইহকাল ত্যাগ করে চলে যায়, তাদের গড়িমসি করতে করতে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। তখন মনের মধ্যে আক্ষেপ থেকে যায় যে, যদি এই ব্যক্তিও নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে দফন হতেন, কিন্তু তাকে দফন করা যেতে পারে না। সকলের মনে তার মৃত্যুতে একথা উপলব্ধি করতে থাকে যে, সে নিষ্ঠাবান ছিল আর অন্যান্য নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে সমাহিত হওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু তার সামান্য অবহেলা ও উদাসীনতা এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।এছাড়া আমাদের জামাতে এমন মানুষ অনেক আছেন যারা দশমাংশের থেকে বেশি চাঁদা দেয়, কিন্তু ওসীয়্যত করে না। এমন বন্ধুদেরও ওসীয়্যত করা উচিত। বরং এমন ব্যক্তিদের জন্য কোনও সমস্যার বিষয়ই নয়। আরও অনেকে আছেন যারা টাকা পিছু পাঁচ পয়সা বা ছয় পয়সা হারে চাঁদা দেয়, কিন্তু কেবল গাফিলতি তাদেরকে ওসীয়্যত থেকে বঞ্চিত রাখে। মোট কথা সামান্য কিছু টাকার তারতম্যের কারণে আমাদের জামাতের হাজার হাজার মানুষ ওসীয়্যত থেকে বঞ্চিত আছে আর জান্নাতের কাছে থেকেও তাতে প্রবেশ করে না।..........

তাই যতটা সম্ভব ওসীয়্যত করা উচিত আর আমার বিশ্বাস, ওসীয়্যত করলে অবশ্যই ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়। যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ওসীয়্যতকারীদের ঈমানে উন্নতি অবশ্যই হয়।যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তিনি এই মাটিতে মুত্তাকিদের দফন করবেন, তাই যে ব্যক্তি ওসীয়্যত করে আল্লাহ্ তাকে মুত্তাকি বানিয়ে দেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫৬৩)

যারা ওসীয়্যত করবে তারা একসময় জান্নাতী না হলেও তাদেরকে জন্নাতি বানিয়ে দেওয়া হবে।

জামাতের সদস্যদেরকে তৃতীয় যে কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হল ওসীয়্যতের বিষয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, ওসীয়্যত ঈমানকে পরীক্ষা করার মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে দেখা উচিত যে, কে সত্যিকার মোমেন আর কে নয়। .... ওসীয়্যত এমন এক জিনিস যা নিশ্চিতভাবে খোদার নৈকট্যলাভকে নির্দেশ করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মোমেন ব্যক্তিই ওসীয়্যত করে আর এতেও সন্দেহ নেই যে, যদি কোনও ব্যক্তির মাঝে কোনও দুর্বলতা থেকেও থাকে, ওসীয়্যত করলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বেহেশতি মাকবারায় কেবল জান্নাতীরা সমাহিত হবে, তাই তিনি তার কর্মের সংশোধন করে দেন। অতএব, ওসীয়্যত হল আত্মসংশোধনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কেননা, যে ব্যক্তিই ওসীয়্যত করবে, সে সেই সময় জান্নাতী না হলেও তাকে জান্নাতী বানিয়ে দেওয়া হবে আর যদি তার কর্ম খুব বেশিই মন্দ থাকে তবে খোদা তার কপটতা স্পষ্ট করে দিয়ে তাকে ওসীয়্যত থেকে পৃথক করে দিবেন।'

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫৬২)

ওসীয়্যতের উদ্দেশ্যাবলী

যখন ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ হবে, তখন এর দ্বারা কেবল তবলীগের কাজই হবে না,বরং ইসলামের অভিপ্রায় অনুসারে এর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করা হবে আর দুঃখ ও অভাব-অনটনকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা হবে। ইনশাআল্লাহ। অনাথরা ভিক্ষা করবে না, বিধবারা লোকের সামনে হাত পাতবে না, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিরা দ্বারে দ্বারে হোঁচট খেয়ে বেড়াবে না। কেননা, ওসীয়্যত শিশুদের মা হবে, যুবকদের পিতা হবে, নারীদের সোহাগ হবে। এবং স্বতস্ফুর্তভাবে ভালবাসে এবং স্বেচ্ছায় এক অপর ভাইয়ের সাহায্য করবে আর আর তার প্রতিদান বিফলে যাবে ন। প্রত্যেক দানকারী খোদার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। ধনীরও কোনও ক্ষতি হবে না, দরিদ্রদেরও কোনও ক্ষতি হবে না। এক জাতি অপর জাতির বিরুধে যুদ্ধ করবে না, বরং এর অনুগ্রহ সমগ্র জাতির উপর বিস্তৃত হবে।

ওসীয়্যতের সম্পদ সমগ্র জগতের জন্য খরচ করা হবে।

আহমদীয়াতের মাধ্যমে যে অর্থ একত্রিত হবে তা কোনও একটি দেশ বিশেষের জন্য খরচ করা হবে না, বরং সমগ্র বিশ্বের অভাব পীড়িতদের জন্য খরচ করা হবে। সেটা হিন্দুস্তানের দারিদ্রপীড়িত মানুষদেরও কাজে আসবে, তেমনি চীন, জাপান, আফ্রিকা, আরব, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইটালি, জার্মানী এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশের গরীবদেরও কাজে আসবে।

(নিযামে নও, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৫৯৩)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir